ISSN 1605-2021

লোক-প্রশাসন সাময়িকী
সংখ্যা: ৪০
সেপ্টেম্বর ২০০৬/ভাদ্র ১৪১৩

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তি এবং যুব উন্নয়ন একটি পর্যালোচনা

(Skilled Youth Manpower in Economic and Youth Development in Bangladesh: A Review)

ড. এস, জে, আনোয়ার জাহিদ[১]
মুহাঃ ইয়াসিন আলী[২]

Abstract: *Youth is an inexhaustible resource in the society. They are the owners of strength and human resource and also they are the users and producers of resource and power. Economic and comprehensive development of a country mostly depends on the youths, who can transform into skilled manpower. In Bangladesh, youths are earning huge amount of foreign currency by involving themselves in various sectors of productive and service sectors. Moreover, they also play vital role in social development. For achieving the desired goals of youth development, it is necessary to increase their awareness and also to provide skill development training and credit support among the urban and rural youths. Furthermore, by determining their needs, employment opportunity could be created both in government and private sectors, which will change the youths into skilled human resource and thus contribute to economic development of the country. In the present context, the government and private institutions as well as the Department of Youth Development need to play a vital role in involving the youths in the mainstream of development. As the youths are the one-third of total population of the country, it is difficult for the Department of Youth Development to involve them in all spheres of development activities. As a focal point, the Ministry of Youth and Sports can shoulder the responsibility avoiding the overlapping of the programmes of youth development, which are being implemented by various government/private institutions. By realizing the present problems, it is necessary to give emphasis on entrepreneurship development training, micro credit support and networking between the national and local institutions to involve the youths in development activities. The work area of the Department of Youth Development along with Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation (BSCIC) could initiate realistic and pragmatic programmes on small entrepreneurship development. To achieve the desired target, it is necessary to increase the allocation of budget in youth development sector in the Annual Development Plan (ADP). Moreover, it is also necessary to establish a mechanism for effective co-ordination and networking between the concerned ministries/departments and different private institutions for better/smooth implementation of the national programmes on youth development.*

ভূমিকা

জাতিসংঘের সংজ্ঞানুযায়ী যাদের বয়স ১৫-২৪ বছরের মধ্যে বা যারা এ বয়সের প্রতিনিধিত্ব করছেন তারাই যুব। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট লোকসংখ্যা ১৪ কোটি যার মধ্যে মোট শ্রম

[১] পরিচালক (পল্লী অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা), বার্ড, কুমিল্লা

[২] যুগ্ম-পরিচালক (পল্লী শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়ন), বার্ড, কুমিল্লা

শক্তি হলো প্রায় ৫০.০৭ মিলিয়ন (বিবিএস, ২০০৪)। জাতীয় যুব নীতি ২০০৩ অনুযায়ী ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠী যুব শ্রেণীর আওতাভুক্ত। দেশে এ বয়সী জনগোষ্ঠী মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (৪ কোটি ৫০ লক্ষ)। বাংলাদেশের যুব জনগোষ্টির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক গ্রাম অঞ্চলে বাস করে (Ali. Easin et al, 2006 and Sutradhar, 2005)। বর্তমানে দেশে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত মোট যুব সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেকার/অর্ধ-বেকার। দেশে সীমিত কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকায় প্রতিবছর প্রায় ২৫ লক্ষ নতুন বেকার যুবর সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি নির্ভর এ দেশের কৃষি সেক্টরে কর্ম-সংস্থানের সুযোগ সীমিত হওয়ায় গ্রামীণ বেকার যুবদের সংখ্যাও ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্রামীণ বেকার যুবরা অধিকাংশই দরিদ্র হওয়ায় তাদের তেমন শিক্ষা, কারিগরী দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণ নেই। দেশের উন্নয়নের জন্য যুবদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করা একটি অতীব প্রয়োজনীয় কাজ। কেননা যুব সম্প্রদায়কে দক্ষ মানব সম্পদে রূপান্তরের মধ্যেই অন্তর্নিহিত রয়েছে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়ন। যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জনশক্তি, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণ ব্যুরো, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক), বিআরডিবি প্রভৃতি সরকারি দপ্তর প্রতিষ্ঠানসহ অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে যুবদেরকে সংগঠিত, সচেতন ও উদ্যোগী করা, তাদের দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা প্রদান এবং পরামর্শ সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে। এ সকল কর্মকাণ্ডকে আরো বেগবান ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দেশের পরিচালিত বর্তমান কার্যক্রমসমূহের অবস্থা মূল্যায়ন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং করণীয় পদক্ষেপ নির্ধারণ করা প্রয়োজন। এ নিবন্ধটি মূলত জাতীয় যুবদিবস ২৮ ডিসেম্বর ২০০৬ উপলক্ষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সেমিনারে উপস্থাপিত "অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ যুব শক্তি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ" শীর্ষক কর্মপত্রের ভিত্তিতে রচনা করা হয়েছে এবং তা হালনাগাদ করে উপস্থাপন করা হলো।

নিবন্ধের উদ্দেশ্য

এ নিবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে দক্ষ যুবশক্তির ভূমিকা তুলে ধরা এবং যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং বিদ্যমান সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা সনাক্তকরণ। নিবন্ধটির অপর উদ্দেশ্য হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুব শক্তির যথার্থ ব্যবহারের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের করণীয় পদক্ষেপ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান।

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি

এ নিবন্ধটি প্রকাশিত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন, সরকারি ডকুমেন্ট, জার্নাল নিবন্ধ, বিভিন্ন মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংরক্ষিত রেকর্ডপত্রের ভিত্তিতে লেখা হয়েছে। এ ছাড়া যুব উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা, বিদ্যমান সমস্যাবলী এবং করণীয় পদক্ষেপ বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট থেকে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত মতামত এ নিবন্ধে সন্নিবেশন করা হয়েছে।

যুবশক্তি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন

একটি সমাজ তথা দেশের কাংখিত ইতিবাচক পরিবর্তনই হলো উন্নয়ন। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার দ্বারা একটি দেশের জনগণের মাথা পিছু আয় দীর্ঘকাল ধরে ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, যার ফলশ্রুতিতে দারিদ্র্য-সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণের সংখ্যা হ্রাস, আয় উপার্জন বৃদ্ধি এবং আয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা অব্যাহত থাকবে। এ পরিবর্তনের ধারাকে অব্যাহতভাবে চালু রাখতে বিশেষত বাংলাদেশের মত একটি দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় দক্ষ যুবশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংগে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থা, দক্ষতা, কাঠামো, উৎপাদন সম্পর্ক, আয়-উপার্জন এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার সম্পর্ক রয়েছে, যেখানে একটি দক্ষ ও শিক্ষিত যুবশক্তির ভূমিকা খুবই অপরিসীম। সাধারণ একজন মানুষ যখন যৌবনে পদার্পন করে তখনই তাকে যুব ধরা হয়। যৌবনই হলো একজন মানুষের আত্নবিকাশ ও সৃষ্টিশীল কাজের সর্বোত্তম সময়। তাই যুব শ্রেণী যে কোন দেশের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। তবে শুধুমাত্র যুব হলেই এবং শরীরে শক্তি ও উদ্যম থাকলেই দক্ষ যুবশক্তি হয় না, অর্জন করতে হয় দক্ষতা, থাকতে হয় আত্ন-প্রত্যয় এবং নিয়োজন করতে হয় উৎপাদনমুখী ও সৃজনশীল কাজে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, তথ্য প্রযুক্তির সাথে নিজদের জ্ঞান/দক্ষতা ও যোগ্যতাকে খাপ খাইয়ে কাজে লাগানো হলো দক্ষ যুব শক্তি। যুবরা তাদের কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনাকে কাজে লাগিয়ে কোন কাজ বা দেশ/জাতির উন্নতির চরম শিখরে পৌছে দিতে পারে যদি দক্ষ যুবরা নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ হিসেবে বিকশিত করার সহায়ক পরিবেশ ও সুযোগ পায়। যার কারণে বাংলাদেশে যুবদের কর্মসংস্থান, আত্ন-কর্মসংস্থান এমনকি যুবদের বাস্তবতার নিরিখে চাহিদাভিত্তিক কর্মকাণ্ড চিহ্নিত করে দেশের উন্নয়নের মূলস্রোত ধারায় সম্পৃক্তকরণের প্রক্রিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। যুব কর্মের প্রাথমিক এবং প্রধান শর্ত হলো 'যুব গোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি পরিচালনা করা এবং যুবগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেয়া'। যার কারণে যুবদের সামিজিক, মানসিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে যুব উন্নয়ন কার্যক্রমের গুরুত্ব ও এর পরিব্যাপ্তি বিগত কয়েক দশকে সর্বাধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুব কার্যক্রম: সাম্প্রতিক পর্যালোচনা

যুবরা অত্যন্ত সচেতন, বলিষ্ঠ এবং গতিশীল নেতৃত্বের অধিকারী। এ দেশের যুবরা সামাজিক পরিবর্তন, বৈষম্য দূরীকরণ বিভিন্ন অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে গণ-আন্দোলন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এ দেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এ যুবদেরকে উৎপাদনমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয়ভাবে বাস্তবভিত্তিক উল্লেখযোগ্য কোন কর্মসূচি গৃহীত না হওয়ায় জাতীয় উন্নয়নে তাদের ভূমিকা সীমিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতাত্তোর উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে যুবদের সম্পৃক্ততা না থাকার কারণে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, বেকারত্বের কষাঘাতে আশাহত যুব সমাজের একটি বৃহৎ অংশ অনিশ্চিত ধ্বংসের পথে ধাবিত হচ্ছিল। এরূপ প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত ও গঠনমূলক উপায়ে দেশের উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবদেরকে সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতাত্তোর সময়ে বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) যুব উন্নয়ন বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা

করে এবং যুবদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে 'যুব উন্নয় কর্মসূচি' নামে একটি প্রায়োগিক পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করে যার প্রথম পর্যায় ১৯৭৪-১৯৭৬, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৯৭৭-১৯৮১ সময়ে বাস্তবায়িত হয়। বার্ডের প্রায়োগিক গবেষণা-লব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ১৯৭৮ সালে ঢাকায় একটি জাতীয় সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ সেমিনারে সর্বসম্মতভাবে যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে একটি পৃথক বিভাগ/মন্ত্রণালয় স্থাপনের সুপারিশ করা হয় (গুপ্ত, ১৯৭৯ঃ৫৪)। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) এর অধীনে যুব উন্নয়নের সম্বলিত প্রয়াস হিসেবে যুব হোস্টেল ও যুব কল্যাণ কেন্দ্র (কমপ্লেক্স) স্থাপন করা হয়। দেশের দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০) সময়ের মধ্যে ৭০ মিলিয়ন টাকা ব্যয়ে ৩৬,২০০ জন যুবককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুব সমাজকে সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্তকরণ এবং সঠিক দিক-নির্দেশনা, জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির মধ্যেমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কর্মসূচিসমূহ চালু করে। যথা:

- বেকার যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
- প্রশিক্ষিত যুবদের আত্ন-কর্মসংস্থান ও যুব ঋণ কর্মসূচি
- দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি
- বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি, যেমন- এইচআইভি/এইডস/এসটিডি প্রতিরোধ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, পরিবার কল্যাণ ইত্যাদি
- সরকারি বেসরকারি পার্টনারশীপ কর্মসূচি
- যুব নেতৃত্ব বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি
- স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে নেটওয়াকিং জোরদারকরণ
- স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনসমূহকে বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচি
- জনসংখ্যা এবং পরিবার কল্যাণ কর্মকাণ্ডে যুবদের সম্পৃক্তকরণ কর্মসূচি
- ইনোভেটিভ ম্যানেজমেন্ট অব রিসোর্স ফর পভারটি এলিভিয়েশন থ্রো টেকনোলজি প্রকল্প
- যুব বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা কর্মসূচি।

দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮১-১৯৮৫) মেয়াদে যুব উন্নয়নের জন্য ২৫৫.০০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রাখা হয়, যার মধ্যে ১৯৬.০০ মিলিয়ন টাকা ব্যয় হয়। এ পরিকল্পনা সময়ে লক্ষ্যমাত্রা ২,২০,১২৪ জনের বিপরীতে মোট ১,৬৩,০৭০ জন যুবকে বিভিন্ন বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ যেমন: পশু ও মুরগীর খামার পরিচালনা, যন্ত্রকৌশল, কৃষি, মৎস্য, অটোরিক্সা চালনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রায় ৩০০০ জন যুব কৃষি, রেশম চাষ এবং পরিবহণ খাতে আত্ন-কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে (আহমাদ, ২০০৬ঃ৬৫)। এ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮৫-১৯৯০) সময়েও বাস্তবায়িত হয়।

চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-১৯৯৫) মেয়াদে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতাধীনে স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুবদের আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং কমিউনিটি উন্নয়নের জন্য ৭২২.৫৫ মিলিয়ন টাকা ব্যয় করা হয় এবং ১৯৯০-৯৫ ও ১৯৯৫-৯৬ সালে ৩,০৪,৩৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় (পূর্বোক্ত, ২০০৬ঃ৬৬)। এই সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় থানা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প (টিআরডিইপি) এর দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির কার্যক্রম ৩২টি থানায় সম্প্রসারিত হয় এবং ৩০৬.৯০ মিলিয়ন টাকা ঋণ তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং ১,৯২,০০০ জন সুফলভোগীকে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির আওতায় আনা হয়। টিআরডিইপি প্রকল্পের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি মূল্যায়নের সফলতার প্রেক্ষিতে দেশের নির্বাচিত ৫০টি থানায় ১২৫০.০০ মিলিয়ন টাকা ঋণ তহবিল নিয়ে "পরিবারভিত্তিক কর্মসূচি" গ্রহণ করা হয় (পূর্বোক্ত, ২০০৬ঃ৬৬)। পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) মেয়াদে যুবদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আত্ম-কর্মসংস্থাপন কর্মসূচি, কমিউনিটি উন্নয়ন কর্মসূচি, যুব নেতৃত্বের উন্নয়ন, জন সংখ্যা ও স্বাস্থ্য পরিচর্যায় যুবদের অংশগ্রহণ, আনসার ও ভিডিপিদের জন্য কমিউনিটি উন্নয়ন ও স্ব-কর্মসংস্থান কর্মসূচি, প্রযুক্তি হস্তান্তর কর্মসূচি, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের উপকরণ সরবরাহ এবং যুব কেন্দ্রে যুব উন্নয়নে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং যুব উন্নয়ন বিষয়ে সেমিনার/কর্মশালা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকেই দারিদ্র্য বিমোচনে নীতিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে জুন ২০০৮ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়/ট্রেডে ৩০,০৯৭০৬ জন বেকার যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে যার মধ্যে ৫৬% (১৬,৯৩,২২৫) জন আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হতে পেরেছে এবং অধিকাংশ যুবই প্রতিষ্ঠানের ঋণ সহায়তা গ্রহণ করেছে। বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ তহবিলের পরিমাণ ১৬৬৮৬.৫১ লক্ষ টাকা (অধিদপ্তরের কার্যক্রম, ২০০৮ঃ৪৮)।

বর্তমানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ছাড়াও সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে বিভিন্ন সংস্থা প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়/আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র ও বেকার যুবদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী যে সকল সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে সেগুলোর মধ্যে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্যঃ

সারণি-১ : যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সরকারি/বেসরকারি সংগঠনসমূহ

সরকারি সংস্থা	বেসরকারি সংস্থা
১) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১) ব্র্যাক
২) জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো	২) স্বনির্ভর বাংলাদেশ
৩) বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক)	৩) প্রশিকা
৪) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি)	৪) আরডিআরএস
৫) সমাজসেবা অধিদপ্তর	৫) গ্রামীণ ব্যাংক
৬) কর্মসংস্থান ব্যাংক	৬) আশা
৭) পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)	

উল্লিখিত সংস্থাসমূহ ছাড়াও মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় যুবদের প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

যুব উন্নয়নে বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রমের অগ্রগতি মূল্যায়ন

যুব উন্নয়নে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থাসমূহ তাদের নিজস্ব নীতি অনুযায়ী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার কারণে এদের কাযক্রমে দ্বৈততা ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থার আওতায় কর্মসংস্থান ও আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডে যুবদের অংশগ্রহণ এবং তাদের সহায়তার ধরনের মধ্যেও ভিন্নতা রয়েছে। একটি তুলনামূলক সমীক্ষায় দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় সুফলভোগীগণের ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ একটি পূর্বশর্ত যা অন্যান্য সংস্থা যেমন: বিআরডিবি, সমাজ সেবা ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সুফলভোগীদের বেলায় এরূপ শর্ত পূরণ আবশ্যক নয়। আবার যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে অন্যান্য সংস্থার লক্ষ্য গোষ্ঠী (Target Group) চিহ্নিতকরণেও ভিন্নতা রয়েছে। অধিকাংশ সংস্থার ক্ষেত্রে দলীয় পদ্ধতি (Group Approach)-কে অনুসরণ করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় সুফলভোগী হিসেবে ব্যক্তি, পরিবার এবং দলও হতে পারে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা

যুবদের দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণোত্তর আত্ন-কর্মসংস্থানে উদ্বুদ্ধকরণ এবং ঋণ সহায়তার উদ্দেশে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের জুন ২০০৮ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দেশের ৬৪টি জেলার ৪৭৫টি (১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানাসহ) উপজেলায় যুব কার্যক্রম চালু রয়েছে। তাছাড়া ৬৯টি কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, রাজশাহী, যশোহর ও সিলেট জেলায় ৪টি আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, ঢাকায় কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভারে জাতীয় যুব কেন্দ্র এবং বগুড়ায় একটি আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র রয়েছে। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০০৫-এ প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায় যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডে ডিসেম্বর ২০০৪ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৩১ হাজার ৭ শত ৩৫ জনকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়েছে এবং যার মধ্যে ১৩ লক্ষ ২৩ হাজার ৬ শত ৭৯ জন (৫৪%) আত্ন-কর্মসংস্থানে সক্ষম হয়েছে। তম্মধ্যে স্বকর্ম/আত্ন-কর্মে নিয়োজিতদের সংখ্যা ১৪,৭৯,০৭৮ জন (৫৫%)। যুব কর্মসংস্থান ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০ একর পর্যন্ত খাস ও বদ্ধ জলাশয় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা দেয়ার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেয়া হয়। যার ফলশ্রুতিতে জুন ২০০৬ পর্যন্ত ১১ হাজার ৯৫০টি জলাশয় যুব সমবায় সমিতিকে ইজারা প্রাদন করা হয় এবং ইজারা বাবদ ২৪ কোটি ৫৩ লক্ষ ৬৯ হাজার টাকা সরকারের রাজস্ব আয় হয় যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরাসরি অবদান রেখেছে।

দেশের সকল উপজেলায় ৫০০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে ইউএনএফপিএ-এর সহযোগিতায় জেন্ডার ইস্যু, এইচআইভি এইডস, সেনিটেশন, পরিবেশ উন্নয়ন ও প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি

বিষয়ক বিভিন্ন উদ্বুদ্ধকরণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়াও নিরাপদ মাতৃত্ব ও কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দেশের ৩০টি উপজেলায় ৬০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে ২৯,০৭৯ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৬৮৩৮টি যুব সংগঠনকে অধিদপ্তরের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং তম্মধ্যে ৪৮৬১টি সংগঠনকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০০৬ সালে পরিচালিত গবেষণা সমীক্ষা (আলী, ২০০৬)-এতে দেখা যায়, দেশের যুবক ও যুব মহিলাকে কর্মঠ, আত্ন-প্রত্যয়ী ও স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে জাতীয় যুব নীতির আওতায় যুব কার্যক্রমকে অধিকতর সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং এর আওতায় প্রশিক্ষণ অবকাঠামোর সম্প্রসারণ, যুব সংগঠনের নিবন্ধীকরণ, যুব সংগঠনের মধ্যে কার্যকর নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক যুব কার্যক্রমের সংগে পরিচিত, গবেষণা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে বর্তমানে দেশের ৪৬টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (১৮টি কেন্দ্র প্রক্রিয়াধীন) ৩ মাস মেয়াদী গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী, মৎস্য চাষ ও কৃষি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া পোশাক তৈরী, ব্লক ও বাটিক প্রিন্টিং, মৎস্য চাষ, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক, উল নেটিং বিষয়ে ১৭৮টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট কোর্স কারিকুলামের আওতায় যুবদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে এবং স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে ৪৭৫টি উপজেলায় ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। শিক্ষিত বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়নে কম্পিউটার, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং, রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং এবং ইলেকট্রনিক্স ট্রেডে ৬ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর জুন ২০০৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ-উত্তর দক্ষতা ও জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্ন-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ১৬ লক্ষ ৯৩ হাজার ২২৫ জনকে ৮১,০৮৭.০০ লক্ষ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে এবং যার আদায়ের হার হচ্ছে ৮৯.৪২%।

চট্টগ্রাম বিভাগের চারটি উপজেলায়, ২০০৩ সালে পরিচালিত 'মানব সম্পদ উন্নয়নে যুব উন্নয়ন কর্মসূচির প্রভাব' শীর্ষক এক মূল্যায়ন সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৭টি দক্ষতা উন্নয়ন ট্রেডে প্রশিক্ষিত ৪০১ জন উত্তরদাতার মধ্যে (পুরুষ ২৭৩, মহিলা ১২৮) ৩৯৯ (৯৯%) উত্তরদাতাই কোন না কোন আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত রয়েছেন। যার মধ্যে প্রশিক্ষণের পূর্বে ১৬০ জন (৪০%) যুব ছিল সম্পূর্ণ বেকার। বর্তমানে তাঁরা ২০%-৯০% পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। অপরপক্ষে, ২৯০ জন (৭২%) প্রশিক্ষিত যুবরা অতিরিক্ত ৬৮০ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন এবং শতকরা ৫০ জন প্রশিক্ষিত যুব স্বনির্ভর হয়েছেন এবং পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অবদান রেখেছেন (আলী, ২০০৩ঃ৩১)। ২০০৬ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের চলমান কর্মসূচিসমূহের কার্যকারিতা নিরূপণ শীর্ষক অপর একটি গবেষণা সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৩টি চলমান কর্মসূচির আওতায় বিগত তিনটি অর্থ বছরে (২০০২-০৫ অর্থ বছর) প্রায় ১২টি ট্রেডে মোট ১৭,৩৯০ জন যুবকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ১১১০ জন প্রশিক্ষিত যুবদের উপর সমীক্ষা পরিচালনা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যায় যে, ৫৮১ জন (৫২%) প্রশিক্ষিত যুব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে/ট্রেডে স্বকর্মে নিয়োজিত হয়েছেন এবং ৪৪ জন (৪%) ট্রেড-ভিত্তিক চাকুরি লাভ করেছেন। প্রশিক্ষণোত্তর লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহারের হার ৫৬%, আত্নকর্মে এ সকল দক্ষ যুবগণ মাসে কমপক্ষে ২০০০.০০ হতে ২০০০০.০০ টাকা পর্যন্ত আয়-উপার্জন করেছেন এবং পরিবারের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ আর্থিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছেন (আলী, ২০০৬ঃ৩৯)।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতিয় প্রাচীন উপখাত হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। এ দেশের জনশক্তির প্রায় ৫২% কৃষি কাজে নিয়োজিত রয়েছে (বিবিএস, ২০০২-২০০৩)। একক খাত হিসাবে জিডিপিতে কৃষির অবদান প্রায় ২১%। কর্মসংস্থানের সর্ববৃহৎ খাত হিসাবে সনাতনী কৃষিসহ হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদিতে আধুনিক ধারার সূচনা করেছে যুবগোষ্ঠী। উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলোর মধ্যে রয়েছে ক্ষেতে-খামারে চাষাবাদের বিকল্প কার্যক্রম হিসেবে পোল্টি ফার্ম স্থাপন, গবাদি পশু-পালন, ধান ক্ষেত/পুকুরে মাছ চাষ, নার্সারী স্থাপন ইত্যাদি। এ সকল আত্ম-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকাণ্ড গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনসহ জাতীয় উৎপাদন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

ষাটের দশকে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের নূতন ধারা সূচনা এবং বিকাশ ঘটলেও স্বাধীনতাত্তোর শিল্প জাতীয়করণের কারণে শিল্প উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু আশির শেষ দিকে এবং নব্বই এর দশকে সীমিতভাবে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং গার্মেন্টস জাতীয় শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলে রপ্তানীমুখী শিল্পের বাজার সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশের রপ্তানীমুখী শিল্পের সিংহভাগ উদ্যোক্তা ও শ্রমিক (Labour Force) যুব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ যুব শিল্প উদ্যোক্তাদের মধ্যে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে ২৮ বিলিয়ন টাকা ঋণ হিসাবে বিতরণ করেছে যা গার্মেন্টস্ সেক্টরে ২০ লক্ষ যুব শ্রমিকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে যার অধিকাংশই হলো মহিলা। ফলে ১৯৯০ সাল থেকে বাংলাদেশ আর্থিক সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি হয়েছে। বাংলাদেশের তিন বছর মেয়াদী দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রে মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে জীনব মান উন্নয়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মানব উন্নয়ন ও সামাজিক খাতে উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটে এ খাতে মোট বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ণিত ৫টি অর্থ বছরে তথা ২০০১-০২ হতে ২০০৫-০৬ইং পর্যন্ত যুব ও ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের (রাজস্ব ও উন্নয়নসহ) মোট বরাদ্দ ছিল ১৬৬৭.৫৯ কোটি টাকা (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৬ঃ১২৩)। নিম্নে (সারণি-২) বাংলাদেশের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনায় যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ দেয়া হলোঃ

সারণি-২: বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনাসমূহের যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ

পরিকল্পনা মেয়াদ	পরিকল্পনার আকার	যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ	শতকরা হার
প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)	৪৪৪৫.০০	--	--
দ্বি-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৮-৮০)	৩৮৬১.০০	৯.৫০	০.২৪%
দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫)	১৭২০০.০০	২৬.০০	০.১৫%
তৃতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)	৩৮২০০.০০	১৭.০০	০.০৪%
চতুর্থ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯০-৯৫)	৬২০০০.০০	৮০.০০	০.১৩%
অর্ন্তবর্তীকালীন সময় (১৯৯৭-২০০২)	৩৮৬১.০০	১৩৩.৭১	৩.৪৬%
পঞ্চম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকর্পনা (১৯৯৭-২০০২)	১৯৬০০০.০০	৬২৮.০০	০.৩২%

উৎসঃ বিভিন্ন পরিকল্পনা ডকুমেন্টস, পরিকল্পনা কমিশন।

সারণি-২ তে দেয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনাসমূহে যুব উন্নয়ন খাতের বরাদ্দ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেলেও পরিকল্পনা আকারে তা ছিল খুবই সামান্য। পাঁচটি পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের পরিমান ০.১৩% হতে ০.৩২%-এতে উন্নীত হয়। শুধুমাত্র ১৯৯৫-৯৭ অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে উক্ত বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩.৪৬% এ দাঁড়ায়।

বাংলাদেশের যুব উন্নয়ন খাতে সার্বিক বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ খুব বেশি না হওয়া সত্ত্বেও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে এবং প্রতি বছর বিদেশে জনশক্তি রপ্তানীর হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরে জনসংখ্যা রপ্তানী ২ লক্ষ ৭৭ হাজার জন যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ১৩.৩৬% বেশি এবং ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে এ সংখ্যা ২ লক্ষ ৫০ হাজার বা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ৯.৭৫% কম। ১৯৭৬ সাল হতে এপ্রিল ২০০৬ ইং পর্যন্ত জনশক্তি রপ্তানী হয়েছে প্রায় ৪২ লক্ষ ৭৩ হাজার জন (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৫ঃ২৩)। ফলে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ (রেমিটেন্স) প্রবাহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪-০৫ অর্থ বছরে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮৪৮.২৯ মিলিয়ন এবং কর্মজীবী জনশক্তির প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ যুব শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ১৯৯৫-৯৬ হতে ২০০৪-০৫ইং সময়ে বাংলাদেশের যুব জনশক্তির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের তথ্য নিম্নে সারণি-৩-এ তুলে ধরা হলোঃ

সারণি-৩ঃ বাংলাদেশ জনশক্তির মাধ্যমে উপার্জিত বৈদেশিক আয়

আর্থিক বছর	বিদেশে কর্মসংস্থানের সংখ্যা	প্রেরিত অর্থ (Remittance) এর পরিমাণ			
		মিলিয়ন ডলার	পরিবর্তনের হার	কোটি টাকায়	পরিবর্তনের হার
১৯৯৫-৯৬	১৮১	১২১৭.০৬	১.৬২	৪৯৭৭.৮	৩.৪০
১৯৯৬-৯৭	২২৮	১৪৭৫.৪০	২১.২৩	৬৩০৪.৩	২৬.৬৫
১৯৯৭-৯৮	২৪৩	১৫২৫.৪২	৩.৩৯	৬৯৫১.২	১০.২৬
১৯৯৮-৯৯	২৭০	১৭০৫.৭৪	১১.৮২	৮২১৩.০	১৮.১৫
১৯৯৯-০০	২৪৮	১৯৪৯.৩২	১৪.২৮	৯৮২৫.৪	১৯.৬৩
২০০০-০১	২১৩	১৮৮২.১০	-৩.৪৫	১০২৬৬.০	৪.৪৮
২০০১-০২	১৯৫	২৫০১.১৩	৩২.৮৯	১৪৩৭৭.০	৪০.০৮
২০০২-০৩	২৫১	৩০৬১.৯৭	২২.৪২	১৭৭২৮.৮	২৩.৩১
২০০৩-০৪	২৭৭	৩৩৭১.৯৭	১০.১২	১৯৮৪২.০	১১.৯২
২০০৪-০৫	২৫০	৩৮৪৮.২৯	১৪.১৩	২৩৬৯৪.০৬	১৯.৪১

উৎসঃ ব্যুরো অব ম্যান পাওয়ার, এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ট্রেনিং এন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক

যুব উন্নয়নের ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা

১। **উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও বিপণন নেটওয়ার্ক স্থাপনঃ** বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম। যুব উদ্যোক্তাগণ নিজ বা সংগৃহীত পুঁজি বিনিয়োগ, সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণের যথার্থ ব্যবহার করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। উদ্যোক্তা ও

যুব আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক বিষয়ে সরকারি বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার উদ্যোগে বিষয়ভিত্তিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিয়মিত কর্মসূচির অধীনে আয়োজন করা প্রয়োজন। এতদ্লক্ষ্যে এনজিও ও বেসরকারি কারিগরি প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগেও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে সরকারি বিভাগসমূহের বিশেষ করে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।

২। **দক্ষতা বৃদ্ধিতমূলক প্রশিক্ষণ:** যুব উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন তথা যুব বেকারত্ব দূরীকরণের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসহ ক্ষুদ্র ব্যবসা/আয়-বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের কর্মসূচি গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করা প্রয়োজন। এছাড়া তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি যাতে ন্যায্য মূল্য পায় সে লক্ষ্যে বাজারজাতকরণের সহায়ক সহযোগিতা প্রদান নিশ্চিত করা।

৩। **কার্যকর সমন্বয় ও নেটওয়ার্কিং স্থাপন:** যুব উন্নয়নে নিয়োজিত সকল মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং বিভিন্ন কর্মসূচির দ্বৈততা যতদূর সম্ভব কমানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা/বিভাগ/মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত কর্মসূচিসমূহের কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয়ের (Co-ordination) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচন ও আয়-সৃষ্টিকারী কর্মসূচির জন্য ঋণ প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে এনজিওদের সাথে কাজের সমন্বয় সাধন এবং পারস্পরিক অভিজ্ঞতা ও তথ্য আদান-প্রাদানের জন্য নেটওয়ার্কিং স্থাপন করা।

৪। **অনুসরণ ও পরিবীক্ষণ:** যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রশিক্ষণ শেষে যাতে প্রশিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে আত্ম-প্রকাশ লাভ করতে পারে সেজন্য প্রশিক্ষণ পরবর্তী ফলো-আপ ও পরিবীক্ষণ (Monitoring) এর জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সেল গঠনপূর্বক এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। অধিকন্তু, যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও যুব সংগঠনের মধ্যে কার্যকরি সম্পর্ক/নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

যুব উন্নয়নের সামগ্রিক অবস্থা এবং সমস্যাবলী

ক) **বেকারত্ব বৃদ্ধি:** যুবদের (পুরুষ) মধ্যে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় যুব শ্রেণীর অনেকে মাদক দ্রব্য সেবনসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড, চুরি/ডাকাতি, ছিনতাই/সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে যুব সমাজের শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির উপরও তা বিরূপ প্রভাব ফেলছে।

খ) **সমন্বয় ও নেটওয়ার্কিং এর অভাব:** যুব উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি সংস্থার কর্মক্রম বাস্তবায়নের

সমন্বয়হীনতা এবং নেটওয়ার্কিং এর অভাব রয়েছে। নিবন্ধিত যুব সংগঠনগুলোর মধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য কোন ফলপ্রসূ নেটওয়ার্কিং এর ব্যবস্থা নেই।

গ) **সীমিত কর্মসংস্থান:** কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ তথা বেকারত্ব যুব উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায়। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ২০০২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী যুবদের শতকরা ৩৯ ভাগই বেকার বা অর্ধ-বেকার, যার মধ্যে যুব মহিলাদের সংখ্যা সর্বাধিক। কর্মযোগ্য যুব জনসংখ্যার শতকরা ২৪ ভাগ সম্পূর্ণ বেকার (তম্মধ্যে যুবকের হার ১৩ শতাংশ এবং যুব মহিলার সংখ্যা ৫৫ শতাংশ)। দেশে শ্রমিকের সংখ্যা কর্মসংস্থানের হারের চেয়ে অধিক হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় যুব সমস্যা আরও প্রকট আকার ধারণ করছে।

ঘ) **দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণের স্বল্পতা:** যুব উন্নয়নের অন্যতম সমস্যা হলো স্ব-কর্মোদ্যোগ বা আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ ও প্রতিষ্ঠানিক উৎস হতে ঋণের অপ্রতুলতা ও ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা। তাছাড়া যুব উন্নয়নে কর্মসূচি গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা এবং ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। ফলে প্রশিক্ষণোত্তর পৃষ্ঠপোষকতা, সহায়তা এর উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে যুবদের বিরাট অংশ স্বকর্ম উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছে না।

ঙ) **সীমিত আয়বর্ধক কর্মসূচি:** যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতাধীন জাতীয় যুব কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন গবেষণা সমীক্ষায় আত্ম-কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে কতিপয় সমস্যা মোকাবেলার বিষয় উপস্থাপিত হয়। প্রধান সমস্যাগুলো হলো- (ক) স্ব-কর্মোদ্যোগ অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও উপকরণের অভাব; (খ) গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে প্রায়ই রোগ-বালাইয়ের আক্রমন এবং এজন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও চিকিৎসার সুযোগ-সুবিধার অভাব; (গ) লাগসই প্রযুক্তির অভাব; (ঘ) ঋণ সুবিধা ও ঋণের আর্থিক স্বল্পতা; (ঙ) সীমিত/অপর্যাপ্ত বিপণন সুবিধা (আলী ও অন্যান্য, ২০০৩, ২০০৫ এবং ২০০৬)।

চ) **সংগঠন নিবন্ধনে জটিলতা:** বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তরের অধীনস্থ যুব সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান জটিলতা যুব সংগঠনের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর একটি অন্যতম অন্তরায়। অধিকন্তু, যুব কার্যক্রম বাস্তবায়ন তদারকি ও সাপোর্ট সার্ভিসেরও অপ্রতুলতা রয়েছে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে যুবশক্তির ব্যবহারের লক্ষ্যে কতিপয় সুপারিশ

বাংলাদেশে সম্পদ সীমিত হলেও যেখানে বাংলাদেশের মোট জন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ যুব সমাজ সেখানে যুব সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হওয়া আবশ্যক। সমাজ বিজ্ঞানী পল্লী উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ ডঃ আখতার হামিদ খানের মতে, "অর্থ নয়, মানুষই দেশের প্রকৃত সম্পদ। মানুষের হাত দিয়ে টাকা তৈরী হয়, তাই দেশ গঠনের জন্য

সকলের আগে চাই উপযুক্ত মানুষ” সে বিবেচনায় যুব সমাজ অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার। যুবরা একদিকে শক্তি/সম্পদের অধিকারী আবার অন্যদিকে তারা শক্তি/সম্পদের ব্যবহারকারী এবং নিজেরাই সম্পদ সৃষ্টিকারী। যেহেতু, বাংলাদেশে যুবশক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মধ্যেই দেশের প্রকৃত উন্নয়ন নির্ভরশীল সেহেতু, যুব সম্প্রদায়কে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নসহ সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দক্ষ যুবশক্তিতে পরিণত করা অপরিহার্য। দেশের যুব সমাজকে দক্ষ যুবশক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সুপারিশগুলো বিবেচনা করা যেতে পারে।

ক) সাধারণ সুপারিশ

১) বর্তমান কর্মবিমুখ এবং প্রশাসনমুখী ঔপনিবেশিক আমলের শিক্ষানীতির উত্তরসুরী গতানুগতিক আনুষ্ঠানিক/প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে চাকরি বা কর্মের যোগসূত্র খুবই কম। এ শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনে কারিগরী, বৃত্তিমূলক, বাস্তবভিত্তিক কর্মমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নপূর্বক দক্ষ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে বেকার সমস্যা হ্রাসকরণ।

২) বর্তমান বেকার সমস্যার সমাধানের অন্যতম উপায় হলো আত্ন-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা, যাতে বেকার যুবকেরা স্থানীয় চাহিদা ও তাঁদের কর্মক্ষেত্র চিহ্নিতপূর্বক নিজেকে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাসহ আত্ন-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত করতে পারে। এজন্য প্রয়োজন বৃত্তিমূলক/দক্ষতা বৃদ্ধি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণোত্তর পুঁজি, উপকরণ সরবরাহ করে দক্ষ যুবশক্তিকে স্ব-কর্মে নিয়োজন নিশ্চিত করা। যে সকল পরিবারে বেকার যুব রয়েছে সে সকল পরিবার হতে কমপক্ষে একজন করে যুবকে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে আত্ন-কর্মসংস্থানের আওতায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৩) যুব উন্নয়নে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সরকারি/আধা-সরকারি স্বায়ত্বশাসিত বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ যুব মন্ত্রণালয়ের মাধ্যম কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা এবং দ্বৈততা পরিহার করে দ্রুত অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন নিশ্চিত করা।

৪) প্রশিক্ষিত দক্ষ যুবদের স্ব-কর্মে নিয়োজনের সুবিধার্থে সহজ শর্তে প্রয়োজন মাফিক (need-based) ঋণ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং মধ্য-মেয়াদী বাজেটে দক্ষ যুব শক্তির বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ রাখা।

৫) কৃষি নির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প বিকাশে বেকার যুবদের কারিগরী প্রশিক্ষণসহ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থ করা। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং বিসিকের সাথে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৬) যুবরা যাতে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হতে পারে সেজন্য যুব সংগঠনগুলোকে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে অধিকতর সম্পৃক্ত করা এবং আয়বর্ধক কার্যক্রমে আর্থিক সাহায্য/অনুদান/ঋণ/প্রারম্ভিক মূলধন সহায়তা প্রদান করা।

৭) দক্ষ যুবশক্তি বিকাশের লক্ষ্যে জাতীয় যুবনীতিতে (২০০৩) উল্লিখিত নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া।

খ) সুনির্দিষ্ট সুপারিশ

১) কারিগরী ট্রেডের প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য আবাসিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণ-লব্ধ জ্ঞান ও দক্ষতা ব্যবহার করছে কি না তা পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করা।

২) যুগের ও দেশের চাহিদা অনুসারে নতুন নতুন ট্রেড সনাক্তকরণের গবেষণা করা এবং যুগোপযোগী সিলেবাস অন্তর্ভুক্ত করে চিহ্নিত ট্রেডগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রাখা।

৩) যুব সংগঠনগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন ও কার্যকর সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন স্তরে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠায় সহায়তা প্রদান করা এবং উপজেলা, জেলা ও জাতীয় পর্যায়ে শক্তিশালী ও কার্যকর ফোরাম প্রতিষ্ঠা করা।

৪) সুযোগ-সুবিধা ও সম্মানী বৃদ্ধি করা, বিদ্যমান কারিগরী/অপ্রাতিষ্ঠানিক/ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণের কোর্স কারিকুলাম হালনাগাদ (Update) করা এবং প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক নিয়োজন করা এবং তাঁদের জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

৫) প্রশিক্ষণ শেষে যুবরা যাতে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভে অনুপ্রাণিত হয় সেজন্য প্রশিক্ষণোত্তর ফলো-আপ ও মনিটরিং করার লক্ষ্যে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে মূল্যায়ন ও মনিটরিং সেল গঠন করা।

৬) সে কোন পেশায় নিয়োজিত আত্ম-কর্মী যুবদের সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে তাঁদের সম্মান প্রদান এবং জনগণের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ।

৭) আত্ম-কর্মী যুবদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সুষ্ঠু বিপণনের জন্য সহায়ক বীমার ব্যবস্থা চালুকরণসহ বাজারজাতকরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা।

৮) বিভিন্ন ট্রেডের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু ও মেয়াদকাল যুগোপযোগী করা এবং প্রয়োগধর্মী ট্রেড/কারিগরী প্রশিক্ষণগুলো আবাসিক করা। প্রশিক্ষণ কোর্সে তাত্ত্বিক বিষয়ের পাশাপাশি ব্যবহারিক সেশনের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করা এবং শিক্ষানবিস কাল কোর্সের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা। প্রশিক্ষিত যুব যারা কর্মে নিয়োজিত তাদের কর্মে উপযুক্ত প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং প্রশিক্ষিত সকল যুবকে উৎপাদনমুখী ও সফল উদ্যোক্তা শক্তিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া।

৯) কর্মে নিয়োজিত যুবদের আরো বাস্তব জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং যুবদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।

১০) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি/প্রকল্পের দক্ষ জনবলকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করে কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখা।

উপসংহার

একটি দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে সে দেশের যুব সমাজকে অবশ্যই দক্ষ যুবশক্তিতে পরিণত করতে হবে। দেশের উন্নয়ন বাজেটে যুব উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় যুব উন্নয়নে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ খাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা আবশ্যক। যুবদেরকে প্রশিক্ষণসহ ঋণ সহায়তা প্রদান করা হলে প্রশিক্ষিত যুবরা স্ব-কর্মে/আত্নকর্মে নিয়োজিত হয়ে দক্ষ যুবশক্তি হিসেবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখবে। যা যুবদের সুন্দর ভবিষ্যৎ ও উন্নত দেশ গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

গ্রন্থপঞ্জি

জাতীয় যুবনীতি (২০০৩), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

জাতীয় যুব দিবস ২০০৬, ২০০৮ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৫), অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

বাংলদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৬), অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

আহমাদ, এ জে মিনহাজ উদ্দীন (২০০৬), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মধ্যে কর্মসূচিভিত্তিক নেটওয়ার্কিং এর সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ, পল্লী উন্নয়ন, জুলাই ২০০৬ সংখ্যা।

গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত (১৯৭৯), যুব উন্নয়ন কর্মসূচি (১৯৭৭-৭৮), চতুর্থ বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৭৭-৭৮), বোর্ড, কুমিল্লা।

Ali. M. Easin et. al. (1995), Impact of Skill Development Training on Pro-active Rrual Youths for their Self-employment in CVDP Villages. Comilla, BARD.

Ali. M. Easin (2003), Impact of Youth Development Programmes on Human Development in CHT Division: An Evaluation, NYC, DYD, Savar, Dhaka.

Ali, M. Easin (2005), Utiliization Status of Financial Grants Given by the Ministry of Youth & Sports to the Youth Organizations and Identification of Possible Linkage Networking, NYC, DYD, Savar, Dhaka.

Ali, M. Easin et. al. (2006), An Assessment of the Effectiveness of the Ongoing Programmes of DYD, NYC, DYD, Savar, Dhaka.

BBS (Bangladesh Bureau of Statistics) (2004), Bangladesh Labour Force Survey 2002-2003, Dhaka.